R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম ঃ
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
হেড ও রেজিঃ অফিস ঃ
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস ঃ
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ ঃ ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট ঃ স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৭ সাল
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

ফল্গু নদীর ব্রীজ আশংকাজনক অবস্থায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আহিরণের কাছে ফল্গু নদীর উপর ৩৪নং জাতীয় সড়কের যানবাহন ও মানুষ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজটির অবস্থা আশংকাজনক বলে খবর পাওয়া গেছে। ব্রীজ রক্ষার জন্য দু'পাশে যে গার্ডওয়াল থাকে তার ভিতরের মাটি সরে গিয়ে ওয়ালগুলিকে বিপদজনক করে তুলেছে। ব্রীজের এই অংশটি এন এইচ মালদহ ডিভিসনের অধিকারে। তাঁদের একটি অফিস উমরপুরে আছে। সেখানে গিয়ে স্থানীয় মানুষ এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ। এন এইচ বিভাগের এই অবহেলা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁদের দায়িত্ব তাঁদের সুখ নিদ্রা ভঙ্গ করা যাচ্ছে না।

অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগুলির পাশে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে খবর। এবার পদ্মা নদীর জলের লেভেল বিপদজনক উচ্চতায় উঠেছিল, কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে সেকন্দ্রা, বড়শিমুল এবং মিঠিপুরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটো খাটো ৭/৮টি অস্থায়ী বাঁধ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তৈরী করে বড় ধরনের বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, অন্ততঃপক্ষে দু'হাজার বিঘা আমন ধান এবং পাটের জমি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো গেছে। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন আমাদের প্রতিনিধিকে আরো জানান, সেখালিপুর, বড়শিমুল, ভেষরী ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মিঠিপুরের নীচু এলাকায় জল ঢুকেছে। সেখানে কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা সম্ভব হলেও সেখালিপুরের কাছে পদ্মার পার এত নিচু যে সেখানে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে সাময়িকভাবেও বন্যা আটকানোর কোনো উপায় নেই। ফলে নীচু এলাকা দিয়ে জল ঢুকে অল্পবিস্তর ক্ষতি করেছে। আমরা রেডিওগ্রাম করে জেলা শাসককে বারবার ত্রাণ ও সাহায্যের জন্য জানিয়েছি।

পঃ বঙ্গ রাজ্য কবিয়াল ও তরজা শিল্পী প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি ঃ গত ১৯ থেকে ২৮ আগষ্ট পঃ বঙ্গ কবিয়াল ও তরজা শিল্পীদের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পুরানো হাসপাতাল ঘরে। শিবিরের প্রারম্ভে ১৯ আগষ্ট বিকালে ২১৯ জন শিল্পী ও তাঁদের সহকারীসহ ছাত্র, শিক্ষক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য লোক সংস্কৃতির সভাপতি ডঃ সুধী প্রধান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখোপাধ্যায়। ২০ ও ২১ আগষ্ট শিল্পীদের আসর বসিয়ে তাঁদের মধ্যে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়। জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে শ্রীচরণ মণ্ডল মনোনীত হন। ২২ থেকে ২৮ আগষ্ট পর্যন্ত শিক্ষা শিবির চলে। শিল্পীদের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার তিনজন মহিলা কবিয়াল ছাত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পান। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান, উঃ এবং দঃ ২৪ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের কবিয়ালরাও শিক্ষার্থী হিসাবে মনোনীত হন। মালদহ থেকে আগত দুজন গম্ভীরা ও ডুমনী (শেষ পৃষ্ঠায়)

মনিগ্রাম উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুর্নীতির বাসা

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উন্নতির দাবী জানিয়ে জনসাধারণের আন্দোলন সফল হলো। ছয়টি রোগীর শয্যা মঞ্জুরী পেল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নানা দুর্নীতিতে ঘেরা এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র জনগণের তেমন কোন উপকারে আসছে না। এম, ও যিনি আছেন তিনি হসপিটাল কোয়ার্টারে না থেকে রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রতিদিন বাসে বেলা ৮টা নাগাদ কাজে যোগ দেন এবং ১২টা-১টায় ফিরে যান রঘুনাথগঞ্জে। সারা দিনের অন্য সময় ইমারজেনসি কেসে কোন ডাক্তারী সাহায্য পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে একজন ছাড়া সকলেই মহিলা কর্মী। যেখানে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আবার চিত্ত সরকার শিরোনামে

ধুলিয়ান ঃ গত ১৭ আগষ্ট এক পথ সভায় স্থানীয় বিজেপি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ তাঁর ভাষণে সি পি এমের শাসনকালে এই দশ বছরে স্বজনপোষণ, দুর্নীতির সহযোগিতা, নারী লাঞ্ছনা, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এবং গণ আন্দোলন দমনে পুলিশী সন্ত্রাসের অভিযোগ আনেন। তিনি আরও বলেন, সি পি এম দল যেখানে যেখানে স্বায়ত্বশাসন যন্ত্রগুলি দখল করেছেন সেখানেই তাঁদের ক্যাডার ও স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন সুযোগ পাইয়ে তাঁদের পকেট ভারীর ব্যবস্থা করেছেন। ধুলিয়ান পুরসভায় বিগত সি পি এম শাসনকালে সামান্য একজন শ্রমিক নেতা চিত্ত সরকার যেভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন তা নগরবাসীদের স্তম্ভিত করেছে। শ্রীঘোষ অভিযোগ করেন বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন দুর্নীতিযুক্ত কাজের মাধ্যমেই চিত্তবাবু শহরে তাঁর কাঁচা বাড়ীটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সত্যমেব জয়তে নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার ১৩৯৭ সাল

পুলিশ-ক্যাডার-মস্তান রাজ

এই রাজ্য ক্রমে ক্রমে এইভাবেই চলিতেছে। সারা দেশে বিশেষ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহে এবং খোদ কলিকাতায় উপরিলিখিত শেষ দুইটির নারকীয় তাণ্ডব ও প্রথমটির রীতিমত মহড়া মোতাবেক নিষ্ক্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় বেশ কিছুদিন হইতে পাওয়া যাইতেছে। সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিয়াছে। রক্ষক প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় তাহাতে মদত দিয়া চলিয়াছে। কাহার অঙ্গুলি হেলনে যে এইরূপ ঘটিতেছে, তাহা আজ রাজ্যবাসী মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন।

তবে হ্যাঁ, প্রশাসন সক্রিয় হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই মহকুমা শহর গত ২৭ আগষ্ট পুলিশের যে তাণ্ডবের সাক্ষী হইয়া রহিল, বোধ করি, স্বাধীনতোর কালে এখানে তাহা প্রথম। পুলিশের নির্বিচার আক্রমণের হাত হইতে ছোট বড় কেহই রেহাই পায় নাই। তাহাদের মারমুখী উন্মত্ততায় বহুজনেই শিকার হইয়াছে। আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি এই তাণ্ডবের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা।

গণতান্ত্রিক এই দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার দলমত নির্বিশেষে সকলেরই আছে। আজ যে দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, একসময় তাঁহারা আন্দোলনের পথে একাধিকবার নামিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার ক্ষমতাসীন দল এখনকার মত নির্দ্বিধায় নির্বিকার তাণ্ডব চালাইবার জন্য 'ত্রয়ী' নির্ভর হন নাই। এখানে ২৭ আগষ্ট এইরূপ এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মিছিলের উপর পুলিশ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করিয়াছে। আন্দোলনকারীদের মিছিল এস ডি ও অফিসের নিকট আসিবামাত্র পুলিশবাহিনী বিনা সতর্কতায় তাহাদের উপর বেধড়ক লাঠি চালায়। একাদিক্রমে তাহারা ফাঁকা গুলি ও ২৮ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। সাধারণ মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। তখন বিদ্যালয়ের ছুটির সময়। গৃহপ্রত্যাগমনকারী ছাত্রেরা পুলিশের রোষদৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহাদেরও উপর লাঠি পড়ে। কাঁদানে গ্যাসে বস্তি অঞ্চলের শিশুদের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়। অনেক সাইকেল পুলিশ খালে ফেলিয়া দেয়। ফাঁসিতলা এলাকায় মানুষ পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। বিচার বিবেচনা শূন্য হইয়া পুলিশ মানুষ পিটাইতে থাকে। মহিলারাও বাদ পড়েন নাই।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী তৎপরতা এবং উৎসাহী কর্মকুশলতার প্রতিবাদে পরের দিন শহরে ব্যাপক বন্‌ধ পালিত হয়। দোকানপাট ও স্কুল কলেজ খোলে নাই। অফিসে কর্মচারীরা হাজির হন নাই। বাস চলাচল করে নাই। এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সকলেই সারা দিয়াছেন। তাহার একমাত্র কারণ প্রশাসনের অহেতুক বেপরোয়া তাণ্ডবের জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রশাসনই ক্যাডার ও মস্তানভিত্তিক পৈশাচিকতায় 'সাক্ষীগোপাল' হইয়া যায়, আর যেখানে প্রয়োজন নাই, সেখানেই বীরত্ব প্রদর্শন করে। ফলতঃ ২৮ আগষ্টের সর্বাত্মক বন্‌ধ প্রশাসনের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত বিক্ষোভ। বন্‌ধের পর বন্‌ধ হউক, কোন অসুবিধা নাই। কারণ কেয়ামতের দিন ত আবার 'ত্রয়ী'র সহায়তায় ভোটকে অনুকূলে আনা যাইবে।

একটু ভাবুন কমরেড

সময়টা ছিল ষাটের দশকের প্রথমদিক। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক ভাগের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মিরা। সে সময় নীতির প্রশ্নে ভারতের কমিউনিষ্টরা তিন দলে বিভক্ত। সাধারণ মানুষের ভাষায়—বামপন্থী, ডানপন্থী ও মধ্যপন্থী। পরবর্তীতে বামপন্থী হল সি পি এম ডানপন্থী সি পি আই এবং মধ্যপন্থীদের ভূমিকা ছিল দোদুল্যমান—অপেক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের নীতি।

মার্কসের ভাষায় যে নীতির নাম 'সুবিধাবাদী ঝোঁক'। আজকের অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন সেদিনের মধ্যপন্থীদের দলে ছিলেন আজকের এই জ্যোতি বসু। সে সময় সি পি আই এর বিরুদ্ধে সি পি এম-এর একটি বহুল প্রচারিত স্লোগান ছিল 'শোধনবাদীদের হাত থেকে বিপ্লবের লাল পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে গান্ধীটুপি পরিয়ে দাও।' তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অতিক্রম করেছে সময়ের রথ। একদা সংসদীয় গণতন্ত্র যাদের কাছে ছিল শুয়োরের খোঁয়াড় আজ তাদের কাছে সেই শুয়োরের খোঁয়াড় পরিণত হয়েছে পবিত্র উপাসনা গৃহে। বিপ্লবের লাল পতাকা ছিনিয়ে নেবার বদলে ভোটের বিবর্ণ পতাকা দখলের লড়ায়ে শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকে শুয়োরের মলমূত্র গায়ে মাখছে চন্দন মাখার তৃপ্তিতে। যার ফলশ্রুতিতে নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের সংজ্ঞা ও তার প্রয়োগ কৌশল। ঘটছে যুবকদের প্রকৃত বিপ্লবী চেতনার অপমৃত্যু। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিয়কতা রূপান্তরিত হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিয়কতায়। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গত ২৭ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের ঘটনা। এদিন এস ইউ সি আই সহ তিনটি দলের বাসভাড়া বৃদ্ধি, বেহাল বিদ্যুৎ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ব ঘোষিত আইন অমান্যের কর্মসূচী ছিল। জঙ্গিপুরবাসীর কাছে এস ডি ও অফিসে আইন অমান্য নতুন কিছু নয়। যেমন দলের নেতা ও কর্মিরা স্লোগান দিতে দিতে পুলিশের ব্যারিকেডের ভিতরে ঢুকবে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু এবারের চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহকুমার এক নম্বর আমলা তরুণ আই এ এস বোধ হয় চাকরির উন্নতি ও সার্ভিস বুকের কথা চিন্তা করে আমলাতন্ত্রের প্রকৃত নগ্ন রূপটি নির্ভুল ভাবে প্রদর্শন করে বসলেন। এই সব সরকার বিরোধী আইন অমান্য শান্তিতে শেষ করার ব্যাপারে মহকুমা শাসকের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেবার কৌশলের উপরই নির্ভর করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ। ইতিহাস বলে জঙ্গিপুরের মানুষ হিংসাশ্রয়ী নয়। তার প্রমাণ এর আগে অনেক বড় বড় মিছিলের আইন অমান্য হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু এদিনের আইন অমান্যকে কালিমালিপ্ত করলেন উদ্ধত মহকুমা শাসক। তাঁর উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ মদতে পুলিশ অফিসারের অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের সাথে তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল পুলিশ। গর্জে উঠেছিল রাইফেলের বুলেট, টিয়ার গ্যাস। নারী আইন অমান্যকারীদের কাপড় ধরে টানাটানি, রাস্তার পথচারী, রিক্সাওয়ালা, আশপাশের বাড়ীর লোকজন, স্কুল ফেরত ছেলেমেয়েও বাদ যায়নি পুলিশী অত্যাচার থেকে। এর পূর্ণ বিবরণ আছে জঙ্গিপুর সংবাদে। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ২৯ আগষ্ট এস ইউ সি ডাক দিয়েছিল জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ বন্‌ধের। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে অবাক করে দিয়ে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের মানুষ মানবিকতার ডাকে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরের সবটুকু ঘৃণা যেন সেদিন ঢেলে দিয়েছিল। অভূতপূর্ব বন্‌ধ। এ বন্‌ধ যেন জনগণের নিজের বন্‌ধ। আজকাল জ্যোতি বসু প্রায়ই বলেন—'জনগণ আমাদের সাথে আছেন। বিরোধীরা তাদের ভুল বোঝাতে পারবে না।' আমরা দেখলাম ২৯ আগষ্ট জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের জনগণ কিন্তু জ্যোতি বসুর সাথে ছিল না। আর ভুল বোঝানো? কোন কিছুই বোঝানোর সুযোগ পাইনি এস ইউ সি। আইন অমান্যে যাদের ধরেছিল—নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, মার্কসীয় পুলিশ তাদের আটকে রাখলো হত্যা মামলার আসামী করে। যারা বাইরে থাকল চোরের মত পালিয়ে বেড়ালো পুলিশের বাড়ী বাড়ী তল্লাসীর নামে অত্যাচারে। শহরে 'হঠাৎ কলোনী' নামে খ্যাত জনবসতিতে গভীর রাতে তল্লাসীর নামে অত্যাচার করেছে পুলিশ। একদা জ্যোতি বসু মাঠে ময়দানে মাইকের সামনে বলতেন—'বন্ধুগণ, অত্যাচার যত তীব্র

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরবোর্ড সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার উদ্যোগ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর পুরবোর্ডের নবনির্বাচিত কমিশনাররা পুর প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে খবর। তাঁরা দলমত নির্বিশেষে সিদ্ধান্ত নেন, পুর শহরের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নয়টি সাব কমিটি গঠন করা হবে এবং সেই কমিটিগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কিভাবে কাজ করা হবে তা ঠিক করবেন। একজন কমিশনার দুটির বেশি সাব কমিটিতে থাকতে পাবেন না বলে ঠিক হয়। সেই সর্ত অনুযায়ী ফাইন্যান্স কমিটিতে রাখা হয়েছে আবদুল হান্নান, সূর্য্য-নারায়ণ ঘোষাল ও আনিসুর রহমানকে, স্যানিটেশন কমিটিতে রয়েছেন গজনভি, আলি হোসেন, হরপ্রসাদ সিংহ, পাবলিক ওয়ার্কস-এ গৌতম রুদ্র, গজনভি, হরপ্রসাদ সিংহ, ওয়াটার সাপ্লাই ও এডুকেশন কমিটিতে আনিসুর রহমান, গৌতম রুদ্র, অমিত সিংহ, ট্যাক্স, ফেরীঘাট ও আইন অচিন্ত্য দাস, আবদুল হান্নান, সুশান্ত পাণ্ডে, স্পোর্টস এণ্ড কালচার এবং বনসৃজন সুশান্ত পাণ্ডে, ইন্তেকাব আলম, শিশ মহম্মদ, ইলেকট্রিক এবং ষ্টোর সেখ এনামুল, সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল, মণিমোহন সাহা (ওভারসিয়ার), লাইসেন্স ইন্তেকাব আলম, অচিন্ত্য দাস, আলি হোসেন এবং রিলিফ ও ক্ষুদ্র শিল্প শিশ মহম্মদ, সেখ এনামুল ও অমিত সিংহ। অপরদিকে পুরবোর্ড ঘাট ইজারাদারের কাছে পাওনা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য ৪ সেপ্টেম্বর ইজারাদারকে নিয়ে এক বৈঠকে বসেছেন বলে জানা যায়। আরো জানা যায় গত ২৮ আগষ্ট পুর বোর্ডের মিটিং-এ কমিশনার সুশান্ত পাণ্ডের তোলা প্রশ্নের উত্তরে চেয়ারম্যান জানান শহরের ১৮টি হোল্ডিং-এর মালিকদের কাছে পুর ট্যাক্স বাকী আছে লক্ষাধিক টাকা এবং সমগ্র পুর-সভায় ট্যাক্স বাকীর পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকার মত। বর্তমান ক্ষমতাসীন বোর্ড প্রশাসন ট্যাক্স কালেকসনে জোর দিয়ে বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করছেন। আর ১৮টি হোল্ডিং এর মালিকদের কাছে পাওনা আটকিয়ে আছে তাঁরা কোর্টের দারস্থ হওয়ায়। বোর্ড ঠিক করেছেন ঐসব মালিকদের কাছে অনুরোধ করা হবে গোলমাল দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিটিয়ে ফেলতে এবং বকেয়া ট্যাক্সের কিছু ছাড় দিয়ে যতখানি সম্ভব টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করতে। শ্রীপাণ্ডে পুর বোর্ডের কাছে বেশ কিছু নতুন প্রস্তাব পেশ করেন এবং প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক আলোচনার পর প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হলো, জঙ্গিপুর পারে একটি প্রসূতি-সদনের ব্যবস্থা, রঘুনাথগঞ্জ পারে আরও একটি মাধ্যমিক বা অন্ততপক্ষে জুনিয়ার হাই স্কুল খোলা, রঘুনাথগঞ্জে বয়েজ হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলার ব্যবস্থায় পুর প্রশাসনের সাহায্য দান, ক্লাবগুলিকে খেলাধূলার উন্নতির জন্য তাঁদের প্রস্তাব জানাতে বলা হয়, স্থানীয় লাইব্রেরীগুলিকে পুস্তক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব

আহিরণ ঃ গত ২৯ আগষ্ট স্থানীয় জঙ্গিপুর ব্যারেজ শিবতলায় বিশ্বহিন্দু পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দীনবন্ধু ঘোষ, সম্পাদক শ্রীরাম সেবা কার্য্য সমিতি, আহিরণ প্রখণ্ড। বিজেপির স্থানীয় নেতা চিত্ত মুখার্জী প্রমুখ। প্রায় শ' চারেক ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওঁ-কার ধ্বনি, ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্ত হয়।

বিদ্যুতের ছোবলে স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ২৫ আগষ্ট সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ স্থানীয় থানার পলাশী গ্রামের সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যান বলে জানা যায়। খবর, সত্যবাবুর স্ত্রী হিটার জ্বালাতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবল খান। স্ত্রীকে বাঁচাতে গেলে সত্যবাবুও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই উভয়ের মৃত্যু হয়। প্রয়াত সত্যরঞ্জনবাবু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একজন কর্মী ছিলেন।

সেই সি আই বদলী হলেন

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সি আই চণ্ডিদাস মুখার্জী শেষ পর্যন্ত বদলী হলেন। এই সি আই এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। আমাদের পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর খুশিমত অফিস করা, ষ্টাফের সঙ্গে আচরণ ঠিকমত না করা প্রভৃতি বহু কীর্ত্তি প্রকাশিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা এ আর সি এস তদন্তে আসেন এবং শাস্তিস্বরূপ তাঁকে বদলী করেন বলে খবর।

ব্যাঙ্কের তালা ভাঙ্গা সন্দেহ লুটের চেষ্টা

জঙ্গিপুর ঃ সেই সম্মতিনগরে প্রকাশ্যে বোমা-বাজি ও ষ্টেনগান নিয়ে মিছিলের ঘটনা মিলিয়ে যেতে না যেতে আবার লুটপাটের চেষ্টায় মেতে উঠেছে দুষ্কৃতিরা বলে খবর। পুলিশ প্রশাসনের অস্বাভাবিক নিষ্ক্রিয়তা দুষ্কৃতীদের মনোবল বাড়িয়ে তুলেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। গত ২৪ আগষ্ট সম্মতিনগর বাজারে আবার লুট-পাট হতে পারে এই সংবাদে সন্ধ্যের আগেই দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। জানা যায় ঐ রাতেই কয়েকজন সশস্ত্র যুবক বাজারে অবস্থিত গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গেটের চেনে আটকানো তালাটিকে প্রথমে গলাবার চেষ্টা করে এবং না পেরে তখন চেনটিকে টুকরো টুকরো করে গেট খোলে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ব্যাঙ্কের ভিতর না ঢুকে চলে যায়। পরদিন তালা ও চেন ভাঙ্গা দেখে কর্মিরা থানায় খবর দিলে পুলিশ আসে ও তদন্ত শুরু হয়। এই ঘটনায় ওই অঞ্চলের মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন এবং দিন-রাতের জন্য পুলিশ ক্যাম্পের দাবী জানান।

বার পার্টির ডাকা বন্ধ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩ সেপ্টেম্বর বার পার্টির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধ মহকুমায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় শহরে স্কুল কলেজ ও বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত বন্ধ ছিল। তরকারী ও মাছের বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা একদম ছিল না বললেই চলে। অফিস আদালতগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। খোদ মহকুমা শাসকের অফিসে মাত্র ৮-১০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জুডিসিয়াল ও মুন্সেফী আদালতে বিচারপতিরা ছাড়া এ্যাড-ভোকেট বা অন্যান্য কারোর উপস্থিতি চোখে পড়েনি। ষ্টেট ব্যাঙ্ক, এল আই সি এবং বড় ডাকঘর পুলিশের সাহায্যে বেলা এগারটার পর খোলা হলেও কোন গ্রাহককে যেতে দেখা যায় নি। শহর ছিল একেবারে নিঝুম। সি পি এমের উদ্যত ক্যাডাররা চেষ্টা করেও কোন দোকানপাট খোলাতে বা বাজার বসাতে পারে-নি। ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, ফরাক্কা, সাগরদীঘি সর্বত্রই অবস্থা প্রায় একই ছিল বলে খবর।

ঐকতানের বার্ষিক অনুষ্ঠান

ফরাক্কা ঃ গত ১৯, ২০, ২১ আগষ্ট স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে ঐকতানের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। প্রথম দিন ১৯ আগষ্ট অঙ্কন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুযায়ী পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ২০ আগষ্ট সদস্যদের পরিচালনায় এক সাংস্কৃ-তিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন বহরমপুরের চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। শিশুদের কবি সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের আবৃত্তি আলেখ্য 'শিশু রাজার দেশ' ঐকতানের সদস্যদের দ্বারা সুরচিত ও সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয়ে দর্শকদের তৃপ্তি দেয়। পরে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকটি অভিনীত হয়। বাল্মিকীর চরিত্রে রূপদান করেন চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি সমগ্র নাটকটি প্রযোজনা করে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেন।

একটু ভাবুন কমরেড

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হবে, মানুষের সংগ্রামী চেতনা তত দৃঢ় হবে।' তা যদি হয় তবে মনে হয় নোতুন করে ভাববার সময় এসে গেছে। ২৯ আগষ্ট মাত্র একটি দিন ছোট্ট একটি মিউনিসিপ্যালিটির জনগণ জ্যোতি বসুর সাথে ছিল না। কিন্তু ভুললে চলবে না কমরেড—একটি একটি দিন নিয়েই তৈরী হয় বছর, আর ছোট্ট ছোট্ট মিউনিসিপ্যালিটি নিয়েই তৈরী হয় রাজ্য।

—মিস্ মার্গারেট হেন্স

হাসপাতালের অব্যবস্থা দূর করতে গণআবেদন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় বেশ কিছু যুবক সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার সি এম ও এইচের কাছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি, অব্যবস্থা দূর করার জন্য এক গণআবেদন করেন বলে খবর। তাঁরা লিখিতভাবে সি এম ও এইচের কাছে জানান যে মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কি চিকিৎসা, কি পথ্য সব বিষয়েই চরম অব্যবস্থা এই হাসপাতালে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁদের আরোও অভিযোগ, রোগীদের পথ্য প্রায়ই অন্যত্র পাচার হচ্ছে। রোগীদের উপযুক্ত বিছানাপত্র দেওয়া হয় না। জেনারেটারের ক্ষমতা কম থাকায় আলোর অভাবে অপারেশন প্রায়ই বন্ধ থাকে। যে ডাক্তারবাবুকে জনবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বদলী করা হলো, তিনি কি করে আবার এখানে কাজে যোগ দেন তা সকলের কাছে বিস্ময়ের। তাঁদের শেষ দাবী এখানে খুব শীঘ্র ব্লাড ব্যাঙ্ক, পোষ্টমর্টেম ব্যবস্থা চালু করে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করা হোক।

আবার চিত্ত সরকার

(১ম পাতার পর)

বাতিল করে বিশাল প্রাসাদোপম এক বাড়ী নির্মাণ করেছেন। যদিও ১৪৯/১ এই হোল্ডিংটি রয়েছে তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা সরকারের নামে। আরও বিস্ময়ের কথা ঐ বিশাল বাড়ীটির পুর কর পঞ্চাশ টাকারও কম। অপর দিকে পুর আইন অনুযায়ী যাঁরা কম টাকা ট্যাক্স দেন তাঁদের বাড়ীতে জলের কানেকসনে এক ইঞ্চি পাইপ ব্যবহার করা যায় না। তার উপর প্রাক্তন পুরপতি অমিয় রায়ের আমলে (১৯৮৫-৮৬) স্থানীয় পুরসভায় স্থির হয় যে আর কোন নতুন জলের পাইপ বাস্তু বাড়ীতে দেওয়া হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্যক্ষেত্রে একমাত্র চিত্ত সরকারের স্ত্রীর বাড়ির ক্ষেত্রেই দু'টি বাধাই ঠেলে ফেলে দিয়ে জলের কানেকশন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান বোর্ডে আপত্তি উঠলে খাতাপত্রে ঐ কানেকশন দেওয়ার কোন রেকর্ড, এমন কি আবেদন পত্রও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান পুরপতি তরুণ সেন জানান—বেআইনী প্রমাণ হলে তিনি শ্রীমতী সরকারের বিরুদ্ধে পুর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবেন না।

প্রশিক্ষণ শিবির

(১ম পাতার পর)

গানের শিল্পীও অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পল্লব দাশগুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, নির্মল মুখোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, দীপংকর চক্রবর্তী, মালিনী ভট্টাচার্য (এম পি), অজয় মুখোপাধ্যায় (এম পি), সৈয়দ মেহবুব জাহেদী, মানস মজুমদার প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক শিল্পীকে একটি শংসাপত্রসহ ১৭৫ টাকা করে নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

ডুনাতির বাসা

(১ম পাতার পর)

অফিসার স্বয়ং সময়মত বা নিয়মমত অফিস করেন না, সেখানে অধস্তন কর্মীদের কাছে কাজ পাওয়ার আশা দুরাশা ছাড়া আর কি! আরো জানা যায় মেডিক্যাল অফিসারের অনুমতি নিয়েই নাকি ষ্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে বাইরের লোক বসবাস করছেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নতুন মঞ্জুর হওয়া ছ'টি বেডের জন্য যাবতীয় জিনিসপত্র সরবরাহ হওয়া সত্ত্বেও বেডে রোগী ভর্তি করা হচ্ছে না। কেন না রোগী ভর্তি করা হলে মেডিক্যাল অফিসারকে হসপিটাল কোয়ার্টারে বাস করতে হবে। স্থানীয় বিধায়ককে এসব ঘটনা জানানো হয়েছে বলে গ্রামের কিছু মানুষ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

চালু বাস বিক্রী

বিভিন্ন রুটে চালু তিনটি বাস বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

প্রভাতকুমার ব্যানার্জী
প্রযত্নে দাদাভাই পরিবহণ
রঘুনাথগঞ্জ

গ্রামের ক্লাবে চুরি

বন্যেশ্বর ঃ গত ২৭ আগষ্ট রাত্রে স্থানীয় অঞ্চলের বেলড়িয়া গ্রামের সবুজ সংঘ ও রবীন্দ্র পাঠাগারের তালা ভেঙ্গে মালপত্র চুরি হয়েছে বলে খবর। চুরি হওয়া টিভি, ব্যাটারী, হারমোনিয়াম ও অন্যান্য জিনিষপত্রের আনুমানিক মূল্য তিন হাজার টাকা। এখনও কেউ ধরা পড়েনি।

নি লা ম

আগামী ১৩ই অক্টোবর, ১৯৯০ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের ফরাক্কা শাখায় অনাদায়ী হিসাবের বন্ধকীকৃত সোনার গহনা (৬৮ গ্রাম মত) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলামে অংশ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নিলাম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নিলাম চলাকালে স্থগিত রাখিবার অধিকার শাখা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

শাখা প্রবন্ধক—
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
ফরাক্কা শাখা

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত